

পার্লামেন্টের সদস্যদের বিশেষাধিকার

সংসদের কর্তব্য ও দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করার জন্য সংসদের প্রতিটি সদস্য ব্যক্তিগতভাবে এবং প্রতিটি কক্ষ সমষ্টিগতভাবে যেসব অধিকার ভোগ করে তাকে বলে সংসদের বা পার্লামেন্টের বিশেষাধিকার। প্রতিটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ও সংসদীয় শাসন কাঠামোতে এই বিশেষাধিকারগুলি প্রদান করা হয়। সংবিধানের 105 নং ধারায় বলা হয়েছে যে, সংসদের প্রতিটি কক্ষ ও প্রতিটি কক্ষের সদস্যগণ এবং কমিটিগুলি যেসব বিশেষাধিকার ভোগ করবেন তা সংসদ দ্বারা আইন করে ঠিক করা হবে। বর্তমানে সংসদ ও তার সদস্যগণ এবং সংসদের বিভিন্ন কমিটি যেসব বিশেষাধিকার ও অব্যাহতি পান সেগুলিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন—

ব্যক্তিগত বিশেষাধিকার ও অব্যাহতি

সংসদের প্রতিটি কক্ষের প্রত্যেক সদস্য ব্যক্তিগতভাবে যেসব বিশেষাধিকার ও অব্যাহতি ভোগ করেন তা হল—

- [1] প্রত্যেক সদস্যের সংসদের ভিতরে বাকস্বাধীনতা আছে। তবে এই অধিকার অবাধ নয়। সংবিধান ও সংশ্লিষ্ট কক্ষের নিয়মকানুন মেনে এই অধিকার ভোগ করা যাবে। তা ছাড়া সংবিধানের 121 নং ধারায় বলা হয়েছে যে, সুপ্রিমকোর্ট অথবা হাইকোর্টের বিচারপতির পদচ্যুতির ব্যাপারে কোনো প্রস্তাব ছাড়া তাঁর কর্তব্য রূপায়ণকালীন আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে কোনো সমালোচনার অধিকার সংসদ-সদস্যদের নেই।
- [2] কোনো সদস্য সংসদের ভিতরে অথবা কমিটিতে অথবা বক্তৃতার জন্য আদালতে অভিযুক্ত হবেন না।
- [3] 105(2) নং ধারা অনুসারে, সংসদের কোনো কক্ষের কর্তৃত্বাধীনে প্রকাশিত হয়েছে এমন রিপোর্ট, কাগজপত্র বা কাজকর্মের (proceedings) ব্যাপারে কোনো সদস্যের বিরুদ্ধে মামলা আনা যাবে না।
- [4] সংসদের অধিবেশন চলাকালীন সময়ে কোনো সদস্যকে গ্রেফতার না করার স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। সংসদের কোনো কক্ষের অথবা কোনো কমিটির অধিবেশন আরম্ভ হওয়ার 80 দিন আগে এবং অধিবেশন শেষ হয়ে যাওয়ার 40 দিনের মধ্যে কোনো সদস্যকে দেওয়ানি-অভিযোগ দ্বারা গ্রেফতার করা যাবে না। তবে ফৌজদারি অভিযোগের ক্ষেত্রে অথবা বিবর্তনমূলক আটক আইনের ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে না। যদি কোনো সদস্য ফৌজদারি বা বিবর্তনমূলক আটক আইন দ্বারা গ্রেফতার হন অথবা মুক্তি লাভ করেন তাহলে সে ব্যাপারে পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ অর্থাৎ লোকসভার ক্ষেত্রে স্পিকারকে জানাতে হয়। আবার উচ্চকক্ষ অর্থাৎ রাজ্যসভার ক্ষেত্রে চেয়ারম্যানকে জানাতে হয়।
- [5] কোনো সদস্যকে সংসদের সীমানার মধ্যে গ্রেফতার করা যায় না।
- [6] লোকসভার ক্ষেত্রে স্পিকার এবং রাজ্যসভার ক্ষেত্রে চেয়ারম্যানের অনুমতি ছাড়া কোনো সদস্যকে সংসদের সীমানার মধ্যে দেওয়ানি বা ফৌজদারি বিষয়ক কোনো ‘নোটিশ’ বা ‘সমন’ দেওয়া যাবে না।
- [7] সংসদের অধিবেশন চলাকালীন সময়ে কোনো সদস্যকে জুরি হিসেবে দায়িত্বপালনে বাধ্য করা যাবে না।

সমষ্টিগত বিশেষাধিকার ও অব্যাহতি

ব্রিটেনের পার্লামেন্টের জনপ্রিয় কক্ষ কমন্স সভার মতো ভারতীয় সংসদের প্রতিটি কক্ষও সমষ্টিগত বিশেষাধিকার ও অব্যাহতির সুযোগ পান। এগুলি হল—

- [1] নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব প্রয়োগের অধিকারী: পার্লামেন্টের গঠন ও কার্যকাল সম্পর্কে সংবিধানে উল্লেখ থাকলেও পার্লামেন্ট বা সংসদ কতকগুলি ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব প্রয়োগের অধিকারী। যেমন—
[a] সদস্যদের অতিরিক্ত যোগ্যতা নির্ধারণ, [b] জরুরি অবস্থার সময়ে 1 বছর সংসদের কার্যকাল

বাড়ানো, [c] অঙ্গরাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির কোন্ কোন্টি থেকে কতজন প্রতিনিধি আসবেন তা স্থির করা প্রভৃতি।

- [2] বহিরাগতদের উপস্থিতি বা প্রবেশ নিষেধ: সংসদের প্রতিটি কক্ষ প্রয়োজন অনুসারে বহিরাগতদের উপস্থিতি বা প্রবেশ নিষিদ্ধ করতে পারে।
- [3] কার্যপদ্ধতির ক্ষেত্র নির্ধারণ: সংবিধানের 118 নং ধারা অনুসারে সংসদের প্রতিটি কক্ষ সভার কাজ যথাযথভাবে পরিচালনার ব্যাপারে কার্যসূচি বা কার্যপদ্ধতির ক্ষেত্র নির্ধারণ করতে পারে এবং নিয়ন্ত্রণও করতে পারে। তা ছাড়া কোনো ব্যক্তি যদি সংসদের কাজের সময় কোনোরূপ বাধা সৃষ্টি করে বা অশোভন আচরণ করে তাহলে সংশ্লিষ্ট কক্ষ ওই ব্যক্তিকে তিরস্কার, ভৎসনা বা বহিস্কার করতে পারে বা কারাগারে আটক রাখতে পারে।

উপসংহার: পরিশেষে, বলা যায় যে, আইনসভা মৌলিক অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করে অবাধ অধিকার ভোগ করতে পারে না।

PARLIAMENTARY PRIVILEGES

Meaning

Parliamentary privileges are special rights, immunities and exemptions enjoyed by the two Houses of Parliament, their committees and their members. They are necessary in order to secure the independence and effectiveness of their actions. Without these privileges, the Houses can neither maintain their authority, dignity and honour nor can protect their members from any obstruction in the discharge of their parliamentary responsibilities.

The Constitution has also extended the parliamentary privileges to those persons who are entitled to speak and take part in the proceedings of a House of Parliament or any of its committees. These include the attorney general of India and Union ministers.

It must be clarified here that the parliamentary privileges do not extend to the president who is also an integral part of the Parliament.

Classification

Parliamentary privileges can be classified into two broad categories:

1. those that are enjoyed by each House of Parliament collectively, and
2. those that are enjoyed by the members individually.

Collective Privileges The privileges belonging to each House of Parliament collectively are:

1. It has the right to publish its reports, debates and proceedings and also the right to prohibit others from publishing the same. The 44th Amendment Act of 1978 restored the freedom of the press to publish true reports of parliamentary proceedings without prior permission of the House. But this is not applicable in the case of a secret sitting of the House.
2. It can exclude strangers from its proceedings and hold secret sittings to discuss some important matters.
3. It can make rules to regulate its own procedure and the conduct of its business and to adjudicate upon such matters.
4. It can punish members as well as outsiders for breach of its privileges or its contempt by reprimand, admonition or imprisonment (also suspension or expulsion, in case of members).²⁵
5. It has the right to receive immediate information of the arrest, detention, conviction, imprisonment and release of a member.
6. It can institute inquiries and order the attendance of witnesses and send for relevant papers and records.
7. The courts are prohibited to inquire into the proceedings of a House or its committees.
8. No person (either a member or outsider) can be arrested, and no legal process (civil or criminal) can be served within the precincts of the House without the permission of the presiding officer.

Individual Privileges The privileges belonging to the members individually are:

1. They cannot be arrested during the session of Parliament and 40 days before the beginning and 40 days after the end of a session. This privilege is available only in civil cases and not in criminal cases or preventive detention cases.
2. They have freedom of speech in Parliament. No member is liable to any proceedings in any court for anything said or any vote given by him

in Parliament or its committees. This freedom is subject to the provisions of the Constitution and to the rules and standing orders regulating the procedure of Parliament.²⁶

3. They are exempted from jury service. They can refuse to give evidence and appear as a witness in a case pending in a court when Parliament is in session.

Breach of Privilege and Contempt of the House

"When any individual or authority disregards or attacks any of the privileges, rights and immunities, either of the member individually or of the House in its collective capacity, the offence is termed as breach of privilege and is punishable by the House."²⁷

Any act or omission which obstructs a House of Parliament, its member or its officer in the performance of their functions or which has a tendency, directly or indirectly to produce results against the dignity, authority and honour of the House is treated as a contempt of the House.²⁸

Though the two phrases, 'breach of privilege' and 'contempt of the House' are used interchangeably, they have different implications. 'Normally, a breach of privilege may amount to contempt of the House. Likewise, contempt of the House may include a breach of privilege also. Contempt of the House, however, has wider implications. There may be a contempt of the House without specifically committing a breach of privilege'.²⁹ Similarly, 'actions which are not breaches of any specific privilege but are offences against the dignity and authority of the House amount to contempt of the House'.³⁰ For example, disobedience to a legitimate order of the House is not a breach of privilege, but can be punished as contempt of the House.

Sources of Privileges

Originally, the Constitution (Article 105) expressly mentioned two privileges, that is,

freedom of speech in Parliament and right of publication of its proceedings. With regard to other privileges, it provided that they were to be the same as those of the British House of Commons, its committees and its members on the date of its commencement (ie, 26 January, 1950), until defined by Parliament. The 44th Amendment Act of 1978 provided that the other privileges of each House of Parliament, its committees and its members are to be those which they had on the date of its commencement (ie, 20 June, 1979), until defined by Parliament. This means that the position with regard to other privileges remains same. In other words, the amendment has made only verbal changes by dropping a direct reference to the British House of Commons, without making any change in the implication of the provision.³¹

It should be noted here that the Parliament, till now, has not made any special law to exhaustively codify all the privileges. They are based on five sources, namely,

1. Constitutional provisions,
2. Various laws made by Parliament,
3. Rules of both the Houses,
4. Parliamentary conventions, and
5. Judicial interpretations.